Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 61
January-March, 2020

ইসলামে বিবাহের বিধান এবং বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট একটি পর্যালোচনা

Marriage Law in Islam and Social Perspective of Bangladesh: An Analysis

Dr. Mostofa Kamal*
Mohammad Abul Kalam Azad**

ABSTRACT

Family is the oldest institution in the world. It initiates by solemnization of marriage. Though in some societies, family formation is permitted without marrige Islam does not allow it without valid marrige. Islam has provided with complete set of directives, guidelines and rulings for marrige. Not abiding by these princiles leads a conjugal life to confront various problems. Though Bangladesh is a Muslim majority country, Islamic principles and rulings related to marriage are seen to be often times avoided. Because of the vaiolation of marriage rules and regulations, family, society and State all are facing loss. In this arti-cle, the Islamic rulings of marriage, the first step of family life has been discussed, and social condition of Bangladesh thereto has been evaluated. The article also depicts the picture of familial and social problems which happen because of the denial of islamic rulings and regulations of marriage. comes out of denial. The article has been preaperd in line with analytical and descriptive methods. A survey has also been made to get necessary data over the matter. The paper has shown that in many marriage ceremonies, Islamic principles and regulations are not duly maintained which cause disorder and melancholy in conjugal life. The artcile contends that if islamic rulings related to marriage are accordingly followed, Peace and happiness may be restored to the familial life.

Keywords: Family, Marriage, Islamic Law, Bangladesh.

* Dr. Mostofa Kamal is an Associate Professor in the department of Islamic Studies & Proctor of Jagannath University, Dhaka, email: mostofa@jnu.ac.bd

** Mohammad Abul Kalam Azad is an Assistant Professor and Coordinator, Center of General Education, Manarat International University, email: labu_du@yahoo.com

সারসংক্ষেপ

পরিবার হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। পারিবারিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় বিবাহের মাধ্যমে। বিয়ে ছাড়া কোনো কোনো সমাজ পরিবার গঠন করার অনুমতি দিলেও ইসলাম এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে না। ইসলাম বিয়ে করার পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা বা নীতিমালা প্রদান করেছে। এই নীতিমালা না মানার কারণে পারিবারিক জীবনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও পরিবার গঠনের প্রথম পদক্ষেপ, বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা আজকাল অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হচ্ছে। যার বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। এই প্রবন্ধে পারিবারিক ব্যবস্থার প্রথম ধাপ বিবাহের ইসলামী নীতিমালা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে বিবাহের ইসলামী নীতিমালা যথাযথভাবে পালন না করার ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে ব্যাপারে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি মূলত বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একটি সমীক্ষা পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে বিবাহের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে না, যার ফলে বিভিন্ন ধরনের অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। বিবাহের ক্ষেত্রে যদি ইসলামের নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়, তবে পারিবারিক ব্যবস্থায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসা সম্ভব।

মূলশব্দ: পরিবার, বিবাহ, ইসলামিক আইন, বাংলাদেশ।

ভূমিকা

পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয় বিবাহের মাধ্যমে। ইসলাম পারিবারিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফেরাতে বিবাহের বিধান দিয়েছে। পারিবারিক ব্যবস্থার প্রথম ধাপ বিবাহ। পারিবারিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার দেশ। এদেশে মুসলিমদের বিবাহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন মেনে বিবাহের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমান সময়ে বিবাহের ক্ষেত্রে এ দেশের মুসলিমরা বেশ-কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে আজ বিবাহ-শাদীর মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতি বাদ দিয়ে অপসংস্কৃতি প্রবেশ করেছে। এর ফলে পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন রকমের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, এমনকি অতিমাত্রায় বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। যার প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, এমনকি রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে পড়ছে। বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ না মানার কারণে মানুষ গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে, যার কারণে পরকালে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। অত্র প্রবন্ধে বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান বর্ণনা করে বর্তমান বাংলাদেশে এ বিধান লংঘনের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে এর ফলে যে ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তারও বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি সামাজিক গবেষণা, যা ইসলামের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণায় Qualitative (গুণগত) এবং Quantitative (সংখ্যাগত) উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস (Primary Source) ও দ্বৈত উৎস (Seceondry Source) উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস (Primary Source) হিসাবে পবিত্র কুরআন ও রাসূলের হাদীসকে গ্রহণ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত জরিপের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। Secondary Source হিসাবে পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অবস্থা অবলোকন করে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। সামাজিক অবস্থার কারণে কিছু কিছু বিষয়ের সাধারণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে, উদাহরণ উপস্থাপনা থেকে বিরত থাকা হয়েছে।

গবেষণার মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ সমগ্র দেশব্যাপী সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়নি এবং এখানে সব পেশা ও শ্রেণীর মানুষকে সম্পৃক্ত করে জরিপটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে সার্বিক বিষয় অবলোকন করে মতামত প্রদান করা হয়েছে। যা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় কল্যাণের দিক বিবেচনা করে উপস্থাপিত হয়েছে।

বিবাহ

বিবাহের আরবী প্রতিশব্দ নিকাহ (نكاح)। নিকাহ শব্দের অর্থ বিবাহ, বৈবাহিক চুক্তি, বিবাহ সম্পাদন অর্থাৎ এটা এমন একটি শার'ঈ চুক্তি, যার মাধ্যমে নর-নারীর মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধ বৈধ ও সন্তানের বংশ পরিচয় স্বীকৃত এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেওয়ানী অধিকার ও কর্তব্য সাব্যস্ত হয় (Islami Bishwakosh, 1993, 14/102)। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী রহ.-এর মাঝে নিকাহ (نكاح) শব্দটির হাকিকী (প্রকৃত) ও মাজাযী (রূপক) অর্থ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন- ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন যে, হাকিকী অর্থ (وطي) সহবাস করা আর মাজাযী অর্থ (عقد) তথা বন্ধন। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন যে, হাকিকী অর্থ (عقد) বন্ধন আর মাজাযী অর্থ (وطي) সহবাস করা। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরীআতের পরিভাষায় 'নিকাহ' এমন একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন বৈধ হয় (Alamgeeri 2001, 2/19)।

শরহে বেকায়া প্রণেতা বিবাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন:

النكاح عقد موضوع لملك المتعة

অর্থাৎ যৌনাঙ্গ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে পুরুষ ও নারীর মাঝে সংঘটিত বন্ধনকে বিবাহ বলা হয়। (Al-Laknawī ND, 3/10)

হানাফি ফকীহগণের মতে বিবাহ :

النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ بِالأُنْثَى قَصْدًا، أَيْ يُفِيدُ حِل اسْتِمْتَاعِ الرَّجُل مِنَ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ

বিবাহ হলো এমন চুক্তি, যা উদ্দেশ্যগত কারণেই নারীসম্ভোগের মালিকানা নিশ্চিত করে; অর্থাৎ, পুরুষ কর্তৃক এমন নারীকে সম্ভোগের বৈধতা প্রদান করে যাকে বিবাহ করতে শরীআতের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। (Ibn ʿĀbidīn 2003, 258-260)

বিবাহ হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে যৌনমিলনের এক সমাজ অনুমোদিত উপায়। বিবাহ হলো নর-নারী স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হওয়ার এক সমাজ স্বীকৃত ব্যবস্থা (Mahapatra 1998, 317)।

সব মিলিয়ে এক কথায় উপনীত হওয়া যায় যে, বিবাহ মূলত আল্লাহর দেয়া একটি বিধান, যার মাধ্যমে বংশধারা অব্যাহত থাকে, মানব সভ্যতা টিকে থাকে। মানুষ সুখ, শান্তিতে বেঁচে থাকার বড় একটি মাধ্যম বিয়ে। বিয়ের মূলত অনিয়ন্ত্রিত জৈবিক চাহিদা থেকে মানুষকে বিরত রাখতে সহায়তা করে।

বিবাহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামে বিবাহের বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সমগ্র মানুষকে নারী কিংবা পুরুষ দু'টি লিঙ্গে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। বৈবাহিক ব্যবস্থার সৌন্দর্যকে রক্ষা করার জন্য নারী-পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন করার বিধান করে দিয়েছেন। অতঃপর বেঁধে দিয়েছেন ভালোবাসা, দয়া ও মায়ার বাঁধনে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

আর মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যেই তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরের ভালোবাসা ও দয়া (Al-Qurān, 30:21)।

ইসলাম মানব জাতির প্রজনন ধারা অব্যাহত রাখার জন্য নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। নবী করীম ﷺ বিয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

তোমরা প্রেমময়ী, অধিক সন্তানসম্ভবা নারীকে বিয়ে করবে। কারণ আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব (Abu Daud 2005, 2050)।

বিয়ে একজন সুস্থ মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন। বিয়ের মাধ্যমে মানুষ শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি এবং চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আ. জান্নাতে বসে অনাবিল আনন্দের মধ্যে থেকেও যখন অতৃপ্তিতে ভুগছিলেন তখন আল্লাহ তাআলা মা হাওয়া আ.-কে তার সঙ্গিনী রূপে সৃষ্টি করলেন।

তখন থেকেই মূলত পুরুষ এবং নারীর দাম্পত্য জীবনের সূত্রপাত। বিয়ের মাধ্যমে অযাচিত, অবাধ যৌনাচার থেকে সমাজকে রক্ষা করা যায়। মহানবী ﷺ বলেন:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

হে যুব সম্প্রদায় তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে সক্ষম তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে দৃষ্টি অবনত রাখতে ও গুপ্তাঙ্গ হিফাযতে অধিক কার্যকর। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার যৌন ক্ষুধাকে অবদমিত করে (Al-Bukhārī 2003, 5065)।

মানুষ জৈবিক চাহিদা মিটানোর কারণে বিয়ে করলেও মূলত বিয়ের ব্যাপারে ইসলামী শরীআত অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। মোটকথা, ১। বিয়ে করা হলো সকল নবী-রাসূলের সুন্নত। ২। বিয়ের মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে যায়। ৩। পূতঃপবিত্র জীবনযাপন করার একটা বড় মাধ্যম। ৪। সামাজিক অবক্ষয় রোধে বিয়ে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিয়ের মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে সতীত্ব রক্ষা করা যায়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ, আর তোমরা হচ্ছ তাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ (Al-Qurān, 2:187)। এর অর্থ, পোশাক যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, তা শালীনতা, নগ্নতা ও অশালীন প্রকাশকে নিবৃত রাখে এবং সকল প্রকার ক্ষতি-অপকারিতা থেকে বাঁচায়, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্যে ঠিক তেমনি ভূমিকা পালন করে। পোশাক কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের সম্মান-অসম্মানের কারণ হয়, তেমনি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের জন্য সম্মান অসম্মানের কারণ হয়।

বিয়ের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা

বিয়ের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। অবস্থাভেদে এর নির্দেশনা প্রযোজ্য হয়। কারও জন্য ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, হারাম, মাকরুহ্, মুবাহ্-এ পরিণত হতে পারে।

ফরযঃ চারটি শর্তের ভিত্তিতে মূলত কারও উপর বিয়ে ফরয হয়। ১। বিয়ে না করলে যদি কেউ নিশ্চিতভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, ২। ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্য রোযা রাখতে সে অক্ষম, ৩। বাঁদী গ্রহণেরও তার সুযোগ নেই, ৪। বৈধ পন্থায় স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে সে সক্ষম, এমন ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা ফরয।

ওয়াজিবঃ বিয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ আছে, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকাও আছে, তবে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে এমনটি নিশ্চিত করে বলা যায়না এবং তার বৈধ পন্থায় স্ত্রীর ভরণপোষণ করার সচ্ছলতা আছে, এমন ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা ওয়াজিব।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদাঃ বিয়ের প্রতি আকর্ষণ আছে, তবে এ কারণে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা নেই এমন ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

হারামঃ যদি বিয়ে করলে সে পারিবারিক ব্যয়ভার বহন করার জন্যে মানুষের প্রতি যুলুম, নির্যাতন করবে এমন বিশ্বাস হয়, তাহলে সে ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা হারাম।

মাকরুহ্ঃ যদি এ আশংকা থাকে যে, বিয়ে করলে সে পারিবারিক ব্যয়ভার বহন করার জন্যে মানুষের প্রতি যুলুম, নির্যাতন করবে তাহলে সে ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা মাকরুহ্।

মুবাহ্ঃ বিয়ের প্রতি ঝোঁক আছে, তবে না করলে ব্যভিচারী হয়ে পড়বে এমন আশংকা নেই এটাই মুবাহ্। এ ক্ষেত্রে যদি নিজেকে পাপ মুক্ত রাখা কিংবা মানব বংশ বৃদ্ধির নিয়্যত করে তাহলে বিয়ে করা সুন্নাত। মুবাহ্ ও সুন্নাতের পার্থক্য মূলত নিয়্যতের উপর নির্ভর। (Dainandin Zibane Islam 2009, 386-396)

বিয়ের উপকারিতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

বিয়ের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে যেগুলো হলো-

১। সন্তান জন্মের মাধ্যমে মানব বংশধারা রক্ষা;

২। একমাত্র বৈধ যৌনানন্দ লাভের সুযোগ দিয়ে সমাজ এবং ব্যক্তির নৈতিক জীবন রক্ষা করা;

৩। সন্তানের সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি;

৪। মানুষের মানবিক এবং আবেগ প্রসূত চাহিদা পূরণ;

৫। সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

৬। মানুষকে কঠোর পরিশ্রমী করা, দায়িত্ব অনুভূতি জাগ্রত করে পরিবারের জন্য ত্যাগ ও ধৈর্যের মানসিকতা তৈরি করা (Al-Badawi, 2009, 301)।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিয়ের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾

মাহরাম নারী ছাড়া অন্য সব নারীকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে এ উদ্দেশ্য যে, তোমরা তোমাদের ধন সম্পদের বিনিময়ে তাদের লাভ করতে চাইবে নিজেদের চরিত্র দুর্জয় দুর্গের মতো সুরক্ষিত রেখে এবং বন্ধনহীন অবাধ যৌন চর্চা করা থেকে বিরত থেকে (Al-Qurān, 4:24)।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾

তোমরা মেয়েদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদের বিয়ে করো, অবশ্যই তাদের ন্যায়ানুগভাবে দেন-মোহর দাও, যেন তারা তোমাদের বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে এবং অবাধ যৌন চর্চায় লিপ্ত হয়ে না পড়ে। আর গোপন বন্ধুত্বের যৌন উচ্ছশৃঙ্খলতায় লিপ্ত না হয় (Al-Qurān, 4:25)।

মহান রব্বুল আলামীন মানব জাতীর বংশধারাকে রক্ষা করার জন্য বিবাহের মত একটি সুন্দর পারিবারিক ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিবাহ ছাড়া সন্তান গ্রহণ করলে

সমাজে বংশধারা ঠিক থাকে না। এসব ক্ষেত্রে সন্তানরা পিতা-মাতার আদর-স্নেহ, মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে বেড়ে ওঠে। আবার বৈবাহিক ব্যবস্থা যথাযথভাবে না থাকলে অবাধ যৌনাচার ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কিংবা বিকৃত যৌনাচার যেমন- সমকামিতা, পরকীয়া কিংবা প্রাণীর সঙ্গে যৌনাচারের মত জঘন্য অপরাধে মানুষ জড়িয়ে পড়তে পারে। যার ফলে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিসহ বিভিন্ন রকমের পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত পরকীয়া (Dash, 2018) ও সমকামিতাকে বৈধতা দিয়েছে (Bondopaddai, 2018)। আমাদের দেশেও এর প্রভাব পড়তে পারে, তাই আমাদেরকে এ ব্যাপারে ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ মহান রব্বুল আলামীন অবৈধ যৌনাচারকে নিষিদ্ধ করে বলেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

তোমরা অবৈধ যৌন সম্ভোগের নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ (Al-Qurān, 17:32)।

বিয়েতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করার পন্থা

বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজ-কাল পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা অনেকটা অভিভাবকের জন্য দুরূহ্ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে বিবাহ যোগ্য ছেলে-মেয়ের সংখ্যা অনেক। তবে অভিভাবকরা যখন বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী খুঁজেন, তখন তারা তাদের পছন্দের পাত্র-পাত্রী পেতে অনেকটা বেগ পেতে হয়। কখনও তারা পার্থিব বিষয়কে বেশি প্রাধান্য দিতে গিয়ে ভুল নির্বাচন করে বসেন, যা দাম্পত্য জীবনে অশান্তি বয়ে নিয়ে আসে। বৈবাহিক জীবনে কলহের বড় একটি কারণ ইসলামী শরীয়ার আলোকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন না করা। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো দেখতে হবে এ সম্পর্কে মহানবী ﷺ-এর একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

সাধারণত চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারি। তবে তোমরা দীনদারিকেই অগ্রাধিকার দিবে (Al-Bukhārī 2003, 4802)।

বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে কনে কিংবা বরকে যে বিষয়টি প্রথম অগ্রাধিকার দিতে হবে তা হলো তাদের দীনদারীর ব্যাপার। ২০১৮ সালে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার ১০০ জন পুরুষ ও ১০০ জন নারীর উপর একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা পরিচালনা করি। যাদের বয়স ছিল ১৮ থেকে ৩৫ বছরের এর মধ্যে। এই সমীক্ষায় দেখা যায় যে, একশ জন পুরুষের মধ্যে ৩৫ জন পুরুষ যারা বিয়ের ক্ষেত্রে সুন্দরীকে বেশি প্রাধান্য দেয়, ২৪ জন শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয় এবং ১৫ জন অর্থনৈতিক সামর্থ্যকে প্রাধান্য

দেয়, ১১ জন যারা ধর্মীয় বিষয়কে প্রাধান্য দেয় এবং ৮ জন পুরুষ বংশ মর্যাদা এবং ৭ জন সামাজিক অবস্থানকে প্রাধান্য দেয়।

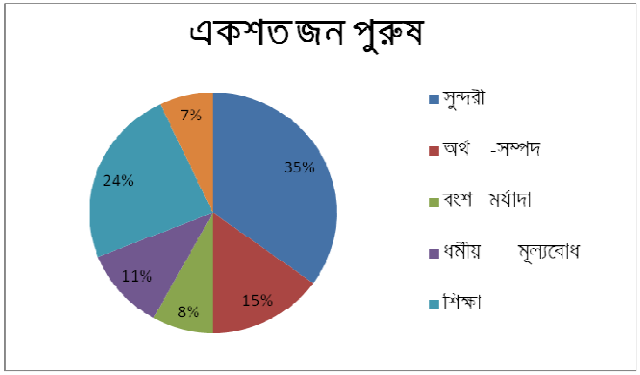

আর একশত জন নারীর মধ্যে প্রায় ৫০ জন নারী বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের সম্পদকে প্রাধান্য দেয়। ২৫ জন নারী পুরুষের শিক্ষা, ১১ জন নারী সুদর্শন পুরুষকে, ৭ জন নারী ধর্মীয় মূল্যবোধকে এবং ৭ জন নারী বংশমর্যাদাকে প্রাধান্য দেয়। বিরাট একটি অংশ নারী ও পুরুষ বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয় না, যা ইসলামী নীতির লংঘন। শিক্ষাকে বিরাট একটি অংশ নারী পুরুষ তাদের পছন্দের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়, তবে সেই শিক্ষা দ্বারা মূলত আধুনিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ পাওয়া যায় না। (প্রবন্ধকার কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষা)

অমুসলিমদেরকে বিয়ে করার বিধান

মুসলিম পুরুষ অমুসলিম নারীদের কিংবা মুসলিম নারী অমুসলিম পুরুষদের বিয়ে করতে পারবে কিনা তা জানা দরকার। কারণ বিশ্বায়নের যুগে মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন প্রয়োজনে তাকে মুসলিম কিংবা অমুসলিম দেশে অবস্থান করতে হয়। বাংলাদেশের অনেক মুসলিম পরিবারের সন্তান আছে যারা বিদেশে গিয়ে অন্য ধর্মের নারী কিংবা পুরুষকে বিয়ে করে। বাংলাদেশেও আন্তঃধর্মীয় বিয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় বিয়ের ক্ষেত্রে বৃটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত বিশেষ আইন ১৮৭২ অনুসরণ করা হয় (The Special Marriage Act, 1872)।

বিশেষ বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্ম ত্যাগ করা অত্যাবশ্যক। দুই পক্ষই ধর্ম ত্যাগ না করলে বিয়েটি বাতিল বলে গণ্য হবে। এ আইনের বিধানে যেকোনো ধরনের মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আবেদনকারী যদি বাস্তবে ধর্ম ত্যাগ না করে থাকেন, সে ক্ষেত্রে ধার্য হয়েছে - তিনি মিথ্যা বর্ণনা দিয়েছেন।

বাংলাদেশে মুসলিম কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অন্য ধর্মের কোনো ব্যক্তিকে মুসলিম আইন অনুযায়ীই বিয়ে করতে পারেন। যদি অন্য পক্ষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তবে

কোনো সমস্যাই নেই, অর্থাৎ বিয়েটি 'বৈধ বিয়ে'। আর যদি অন্য পক্ষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ নাও করেন, তবু মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বিয়ে করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিয়েটি 'অনিয়মিত' হবে। (Ibid.) যদিও অনেকে মনে করেন, এই আইনের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে, যা পুরোপুরি পার্টির (বা পক্ষগুলোর) স্বার্থ রক্ষা করে না (Uddin, 2008)। অমুসলিমদের বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামের কতগুলো বিধিবিধান রয়েছে। অমুসলিমদেরকে ইসলামের দৃষ্টিতে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১। যারা আসমানী কিতাবের অনুসারী ২। যারা আসমানী কিতাবের অনুসারী নয়। পবিত্র কুরআনে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে মূলত আহ্‌লে কিতাব বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾

তোমরা বল, 'কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের (ইহুদী ও খ্রিস্টান) প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছিল; আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো গাফিল ছিলাম (Al-Qurān, 6:156)।

ইসলামে আহ্‌লে কিতাব নারীদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾

সচ্চরিত্রা মুমিন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল (Al-Qurān, 5:5)।

কোন মুসলিম নারীর আহ্‌লে কিতাব পুরুষকে বিয়ে করা হারাম। মুসলিম পুরুষের জন্য আহলে কিতাব নারীকে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে বিবাহ করা বৈধ হলেও বিভিন্ন কারণে তা অপছন্দনীয় বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন। আহ্‌লে কিতাব না হলে তাদেরকে মুশ্‌রিক কিংবা কাফির হিসাবে গণ্য করা হয়। আর এদের সঙ্গে মুসলিম নারী-পুরুষের বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হারাম। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

মুশরিক নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। মুশ্‌রিক নারী তোমাদের মুগ্ধ করলেও নিশ্চয়ই মুমিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম। মুশ্‌রিক পুরুষরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে তোমরা (তোমাদের নারীদের) বিবাহ দিবে না। মুশ্‌রিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয়ই মুমিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম (Al-Qurān, 2:221)।

কোনো ইহুদী-খ্রিস্টান মহিলার সাথে বিবাহ শরীআতের দৃষ্টিতে বিবাহ বলে গণ্য হওয়ার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। এ দুটি শর্তের কোনো একটি না-পাওয়া

গেলে সেটি বিবাহ বলেই গণ্য হবে না; বরং যিনা ও ব্যভিচার বলে সাব্যস্ত হবে। তবে উভয় শর্ত পাওয়া গেলেই যে তাদেরকে বিবাহ করা বিনা দ্বিধায় নিঃশর্ত জায়েয ও বৈধ হয়ে যাবে- বিষয়টি এমনও নয়; বরং বিবাহের পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বেই আরও কয়েকটি শর্তের উপস্থিতির ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া আবশ্যক। যদি ওই শর্তগুলো না পাওয়া যায় তবে সে ক্ষেত্রেও বিবাহ জায়েয হবে না। এর পরের কথা হল, এই শর্তগুলোও যথাযথ বিদ্যমান থাকলে বিবাহ তো জায়েয হয়ে যাবে, কিন্তু এ কাজ যে অবশ্যই মাকরূহ হবে ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী শরী'আতে যেখানে মুসলিম নারীকে বিবাহ করার ক্ষেত্রেও নামাযী ও শরীআতের অনুসারী নারীকে পছন্দ ও অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, সেখানে যে মহিলা ইসলামের কালিমাকেই মানে না (যদিও সে আহলে কিতাব হয়ে থাকুক এবং বিবাহ সহীহ হওয়ার নির্ধারিত শর্তসমূহও বিদ্যমান থাকুক) তাকে বিবাহ করা কি আদৌ পছন্দনীয় হতে পারে? নিম্নে আহলে কিতাব মহিলাদের বিবাহ করা সম্পর্কিত ইসলামের নির্দেশনাসমূহ তিনটি স্তরে কিছুটা বিশ্লেষণের সাথে তুলে ধরা হল।

এক. বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি

প্রথমেই জানা দরকার যে, এ যুগের অধিকাংশ ইহুদী ও খ্রিস্টান আহলে কিতাব নামধারীরা আদমশুমারিতে ওই দুই ধর্মের লোক বলে সরকারিভাবে রেজিস্ট্রিকৃত হলেও মূলত তারা কোনো আসমানী কিতাব বা ধর্মে বিশ্বাসী নয়; বরং ঘোষিত বা অঘোষিতভাবে জড়বাদী নাস্তিকই বটে। তাই কোনো নারীর শুধু সরকারি খাতায় ধর্মাবলম্বী বলে নিবন্ধিত হওয়া কিংবা ইহুদী বা খ্রিস্টান নামধারী হওয়াই তার সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ সহীহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূর্বে যাচাই করে নিতে হবে।

(১) মেয়েটি বস্তুবাদী নাস্তিক না হতে হবে; বরং প্রকৃত অর্থে ইহুদী বা খ্রিস্টান তথা আহলে কিতাব হতে হবে। এ জন্য তার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপস্থিতি জরুরি। (ক) আল্লাহ তাআলার সত্তা ও অস্তিত্ব স্বীকার করা। (খ) ইহুদী হলে মূসা আ. ও তাওরাতের উপর আর খ্রিস্টান হলে ঈসা আ. ও ইঞ্জিলের উপর ঈমান থাকা।

(২) মেয়েটি পূর্ব থেকেই ইহুদী বা খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী হতে হবে। মুরতাদ, অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ইহুদী বা খ্রিস্টান হয়েছে এমন না হতে হবে। তাই কোনো মুরতাদ ইহুদী- খ্রিস্টান মেয়ের সাথেও মুসলমান পুরুষের বিবাহ সংঘটিত হওয়ার সুযোগ নেই।

এসব শর্ত কোনো ইহুদী বা খ্রিস্টান মেয়ের মধ্যে পাওয়া গেলে শরীআতের নিয়ম অনুযায়ী তাকে বিয়ে করলে বিবাহ শুদ্ধ বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ সকল শর্ত সাপেক্ষে বিবাহের আকদ করলে তাদের একত্রে থাকা ব্যভিচার হবে না; বরং তাদের মেলামেশা বৈধ ধরা হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কেবল এ শর্তগুলো পাওয়া

গেলেই তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয তথা নিষ্পাপ কাজ বলে গণ্য হবে; বরং সে জন্য দরকার আরও কয়েকটি শর্তের উপস্থিতি। যা পরবর্তী ধাপে বর্ণনা করা হচ্ছে। (Ibn ʿĀbidīn 2003, 3/45; 4/255-256; Al-Kāsānī Al-Hanafi 1986, 6/125-126; Al-Shawkānī 1414H, 3/135)

দুই : বিবাহ জায়েয হওয়ার শর্তাবলি

(১) ইহুদী-খ্রিস্টান মেয়েকে বিবাহের আগে এই বিষয়ে প্রবল আস্থা থাকতে হবে যে, এই বিবাহে স্বামীর দীন-ধর্মের কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই; বরং এই বিবাহের পরও সে ঈমান ও দ্বীনের উপর অটল থাকতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

(২) এই ব্যাপারেও নিশ্চিত ধারণা ও আস্থা থাকতে হবে যে, এই দম্পতির যে সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করবে (মা আহলে কিতাব হওয়ার কারণে) তাদের দীন-ঈমান রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকবে না এবং তারা ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী জীবন কাটাতে পারবে। পুরুষ অথবা তার ভবিষ্যৎ সন্তানদের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে কোনো আশঙ্কা থাকলে বিবাহ জায়েয হবে না।

(৩) বিবাহের আগে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে, যে রাষ্ট্রের মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করছে সে রাষ্ট্রে সন্তানদেরকে মায়ের ধর্মের অনুসারী গণ্য করার আইন রয়েছে কি না। অর্থাৎ 'মা অমুসলিম হলে সন্তানও অমুসলিম ধর্তব্য হবে' এ রকম আইন থাকলে সেখানে থেকে ওই মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয হবে না।

(৪) তালাক বা স্বামীর ইন্তেকালের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে সন্তানরা ধর্মের দিক থেকে মায়ের অনুসারী গণ্য হবে এবং স্বামী বা স্বামীর ওয়ারিশরা তাদের নিতে পারবে না-এই ধরনের কোনো আইন যে দেশে রয়েছে সে দেশে অবস্থিত কোনো আহলে কিতাব মহিলাকেও বিবাহ করা জায়েয হবে না।

(৫) যদি আলামত-প্রমাণের মাধ্যমে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, এই বিবাহের কারণে ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হবে, তাহলে এ বিবাহ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। উপরোক্ত শর্তগুলোর দিকে সূরা মায়েদার ৫ নং আয়াতের শেষাংশে ইঙ্গিত রয়েছে। বিধর্মী রাষ্ট্রের ইহুদী- খ্রিস্টান দের মধ্যে যেহেতু সাধারণত উপরোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যায় না, তাই ফুকাহায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধভাবে এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, বিধর্মী রাষ্ট্রের কোনো আহলে কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা মাকরূহে তাহরীমী; তথা না-জায়েয ও গোনাহের কাজ। কোনো আহলে কিতাব মহিলা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়ে থাকে এবং উপরোক্ত শর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়, তাহলে বিবাহ যদিও সংঘটিত হয়ে যাবে; কিন্তু তা হবে খুবই অনুত্তম কাজ। যার আলোচনা তৃতীয় ধাপে আসছে। উপরিউক্ত আলোচনার স্বপক্ষে কিছু নির্ভরযোগ্য দলীল পেশ করা হল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন :

﴿لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا.﴾

'আহলে কিতাব মহিলাগণ 'হারবী' তথা অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসিনী হলে তাদের সাথে বিবাহ বন্ধন হালাল নয়।'(Ibn Abī Shaybah 1409H, 16177)

আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. বলেন :

﴿وتكره كتابية الحربية إجماعا، لانتفاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب، و تعريض الولد على التخلق بأخلاف أهل الكفر.﴾

'অমুসলিম রাষ্ট্রের আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ে করা ফিকহবিদদের সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহে (তাহরীমী বা না-জায়েয)। কারণ স্বামীকে অমুসলিম রাষ্ট্রে তার সাথে বসবাস করতে হবে। ফলে সকল প্রকার ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং এতে সন্তানদেরকে অমুসলিম সমাজে তাদের মতো করে বেড়ে উঠতে বাধ্য করা হবে। (Al-Shawkānī 1414H, 3/135)

আল্লামা দারদীর রহ. বলেন, অমুসলিম রাষ্ট্রের আহলে কিতাব মেয়েকে বিয়ে করা আরও কঠিনভাবে নিন্দনীয়। কারণ মুসলিম রাষ্ট্রের আহলে কিতাব মহিলার চেয়ে এদের ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। ফলে মহিলাটি সন্তানদেরকে স্বীয় ধর্মের উপর লালন পালন করতে থাকবে এবং সন্তানের পিতাকে এ ব্যাপারে সে কোনো পরওয়াই করবে না। (Al-Dardīr ND, 1/406)

বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা শিরবীনী রহ. বলেন, কিন্তু যে সকল আহলে কিতাব মহিলা অমুসলিম রাষ্ট্রে থাকে তাদেরকে বিবাহ করা মাকরূহ (তাহরীমী)। তদ্রূপ বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মুসলমান অধ্যুষিত দেশে বসবাসকারিণী আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ে করা দূষণীয় ফিতনার আশঙ্কার কারণে। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের চেয়ে অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসিনীকে বিয়ে করা অধিক গর্হিত কাজ। (Al-Shirbīnī 1994, 3/187)

মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা ইহুদী-খ্রিস্টান কে বিবাহের হুকুম

আহলে কিতাব নারী যদি মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রের বাসিন্দা হয় এবং তাদেরকে বিয়ে করলে স্বামী বা সন্তান বিধর্মী হওয়ার আশঙ্কা নাও থাকে তবুও সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও চার মাযহাবের ফেকহবিদগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাদেরকে বিয়ে করা মাকরূহ বলেছেন। এছাড়াও চার মাযহাবের ফকীহগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুসলিম দেশে বসবাসকারিনী আহলে কিতাব মহিলাদেরকেও বিয়ে করা মাকরূহ তথা অনুত্তম বলেছেন। (Ibn ʿĀbidīn 2003, 3/45; Al-Kāsānī Al-Hanafi 1986, 6/590; Al-Shawkānī 1414H, 3/132-136)

বিয়েতে কুফু

কুফু শব্দের অর্থ সমতা ও সাদৃশ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম নারী-পুরুষ বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের দীনদারী, বংশ মর্যাদা, স্বাধীন, পেশা ও আর্থিক বিষয়ে সমতা হওয়াকে কুফু বলে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন:

الأكفاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدين فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر.

কুফু–যা ইসলামী বিশেষজ্ঞদের নিকট সর্বসম্মতভাবে গৃহীত তা গণ্য হবে দীন পালনের ব্যাপারে। কাজেই মুসলিম মেয়েকে কাফিরের নিকট বিয়ে দেয়া যেতে পারে না।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল সানআনী বলেন:

الْكَفَاءَةُ: الْمُسَاوَاةُ وَالْمُمَاثَلَةُ، وَالْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ مُعْتَبَرَةٌ فَلَا يَحِلُّ تَزَوُّجُ مُسْلِمَةٍ بِكَافِرٍ إِجْمَاعًا.

কুফু বলতে বোঝায় সমকক্ষতা ও সাদৃশ্য এবং কুফু বিবেচনা করতে হবে দীনদারীর দৃষ্টিতে। এ কারণেই কোনো মুসলিম মেয়েকে কোনো কাফির পুরুষের নিকট বিয়ে দেয়া যেতে পারে না- ইজমার সিদ্ধান্ত এই। (Al-San'anī ND, 2/188)

এই ইজমার ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআনের আয়াত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে, পক্ষান্তরে ব্যভিচারিণী নারীকে অনুরূপ ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক পুরুষ ছাড়া আর কেউ বিয়ে করবে না। মুমিনদের জন্য তা হারাম করে দেয়া হয়েছে (Al-Qurān, 24:3)।

হানাফী মাযহাবে, কুফুর বিচারে বংশমর্যাদা ও আর্থিক অবস্থাও বিশেষভাবে গণ্য করা হয়। কারণ একজন উচ্চ বংশের হলে এবং অন্যজন নিম্ন বংশের হলে একজন অপর জনকে মন দিয়ে গ্রহণ নাও করতে পারে। ঠিক এমনিভাবে একজন খুব ধনীর দুলাল কিংবা দুলালী হলে একজনের কাছে অন্যজন যথেষ্ট আদরণীয় না-ও হতে পারে। এসব বিবেচনায় দীনদারীর ও নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে বংশমর্যাদা বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত (Abdur Rahim 2010, 99)। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই কুফুর বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা হয় না, যা বৈবাহিক নীতিমালার লংঘন। এর কারণে বৈবাহিক জীবনে অনেক অশান্তি, কখনও বা বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে।

বিয়ের রুকন

বিয়ের রুকন দুটি, ঈজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ)। বর বা কনে যে কোন পক্ষ হতে প্রথমে যে প্রস্তাবনা পেশ করা হয় ঐ প্রস্তাবনা বাক্যকে ঈজাব এবং এর প্রত্যুত্তরে অনুমোদন সম্বলিত বক্তব্যকে কবুল বলা হয় (Alamgeer 2001, 19)

সরাসরি পাত্র-পাত্রী কিংবা তাদের প্রতিনিধিদের ঈজাব-কবুলের মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ঈজাব-কবুল যে কোন পক্ষ থেকে হতে পারে। ঈজাব-কবুল মৌখিক কিংবা লিখিত আকারে হতে পারে। ঈজাব-কবুলের শব্দাবলি সুস্পষ্ট ও অর্থজ্ঞাপক এবং ক্রিয়াপদ অতীত কালের হতে হবে। যেমন প্রথম পক্ষ বলল যে, আমি নিজেকে আপনার নিকট বিবাহ দিলাম। দ্বিতীয় পক্ষ বলল যে, আমি কবুল করলাম। (Al-Marghīnānī ND, 1/185) উল্লেখ্য যে, প্রাপ্ত বয়স্ক ও বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন নারী-পুরুষের স্বেচ্ছায় অনুমতি না দিলে বিবাহ বৈধ না। কিন্তু আমাদের দেশে কখনও

কখনও বাবা-মা কিংবা অভিভাবক জোর করে তাদের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে দেয়, যা বিবাহ নীতির লংঘন। যার ফলে একজন অপরজনকে মন দিয়ে ভালোবাসতে পারে না, সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়, কখনও কখনও তা বিচ্ছেদের দিকে গড়ায়।

বিয়েতে অভিভাবকের সম্মতি

দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক সমঝদার সাক্ষীর সামনে প্রাপ্তবয়স্ক পাত্র ও পাত্রীর একজন প্রস্তাব দিলে এবং অপরপক্ষ তা গ্রহণ করে নিলে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি কিংবা উপস্থিতি আবশ্যক নয়। উপর্যুক্ত বক্তব্যের সপক্ষে দলিলসমূহ :

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.

মেয়ে তার ব্যক্তিগত বিষয়ে অভিভাবকের চেয়ে অধিক হকদার। (Muslim ND, 1321; Al-Tirmizī 2010, 1108)।

আবু সালামা বিন আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ، خَطَبَنِي إِلَيْهِ عَمُّ وَلَدِي فَرَدَّهُ، وَأَنْكَحَنِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِهَةٌ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِيهَا، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ، أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُهَا خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ لَكِ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

একদা এক মেয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে এল। এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা! কতইনা উত্তম পিতা! আমার চাচাত ভাই আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল আর তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। আর এমন এক ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চাইছেন যাকে আমি অপছন্দ করি। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ পিতাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, মেয়েটি সত্যই বলেছে। আমি তাকে এমন পাত্রের সাথে বিয়ে দিচ্ছি যার পরিবার ভাল নয়। তখন রাসূল ﷺ মেয়েটিকে বললেন, এ বিয়ে হবে না, তুমি যাও, যাকে ইচ্ছে বিয়ে করে নাও। (Ibn Abī Shaybah 1409H, 16009; Al-San'anī 1403H, 10304)

ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ، لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا،فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي،وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

জনৈক মহিলা নবীজী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমার পিতা আমাকে তার ভাতিজার কাছে বিয়ে দিয়েছে, যাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাবী বলেন, তখন রাসূল ﷺ বিষয়টি মেয়ের এখতিয়ারের উপর ন্যস্ত করেন, [অর্থাৎ ইচ্ছে করলে

> বিয়ে রাখতেও পারবে, ইচ্ছে করলে ভেঙ্গেও দিতে পারবে] তখন মহিলাটি বললেন, আমার পিতা যা করেছেন, তা আমি মেনে নিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েরা যেন জেনে নেয় যে, বিয়ের ব্যাপারে পিতার [চূড়ান্ত] মতের অধিকার নেই। (Ibn Mājah ND, 1874)

উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও আরো এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবক নয়, প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এক্ষেত্রে পিতা বা অভিভাবকের হস্তক্ষেপ অবশ্যপালনীয় নয়।

দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া যদিও বিয়ে করতে পারে, তবে বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পারিবারিক শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মনে রাখতে হবে, বিবাহ নিছক ভোগ-বিলাসের উদ্দেশ্যে চঞ্চল মনের ভাবাবেগ তাড়িত কোনো বন্ধন নয়, এটি কোনো ছেলেখেলাও নয় বরং এটি হলো, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত ও নির্দেশিত নারী-পুরুষের সারাজীবনের একটি চিরস্থায়ী পূতপবিত্র বন্ধন। এজন্য ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর মতামতকে 'চূড়ান্ত মতামত' হিসাবে সাব্যস্ত করলেও পাশাপাশি অভিভাবকের মতামতকেও সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সুতরাং ছেলে-মেয়ের জন্য বিশেষত মেয়ের জন্য সঙ্গত হলো, অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে বিবাহ করা। আর আমাদের উচিত, বিবাহের সময় মানুষদেরকে 'অভিভাবকের অনুমতি'র বিষয়ে উৎসাহিত করা, অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করতে নিষেধ করা এবং অভিভাবক থাকার কল্যাণ বর্ণনা করা।

আমাদের দেশে দেখা যায়, পাত্র-পাত্রী পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া কিংবা প্রকৃত বৈধ অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে বন্ধু-বান্ধব কিংবা দূরের কোন আত্মীয় স্বজনকে মিথ্যা অভিভাবক বানিয়ে বিয়ে কার্য সম্পন্ন করে। এটা আইন অনুযায়ী বৈধ হলেও নৈতিকতাবিরোধী কাজ। এই অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ কাজের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর এক মতানুসারে, যদি মেয়ে গায়রে কুফুতে বিবাহ করে, তথা এমন পাত্রকে বিয়ে করে, যার কারণে মেয়ের পারিবারিক সম্মান বিনষ্ট হয়, তাহলে বাবা বা অভিভাবক সে বিয়ে আদালতের মাধ্যমে ভেঙ্গে দিতে পারেন। যদি কুফুতে বিবাহ করে, তাহলে অভিভাবক এ অধিকার পান না। ইমাম মুহাম্মদ রাহ. থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। এর সপক্ষে দলীলগুলো হলো:

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

> ﴿أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ﴾
>
> যে কোন নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করবে তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল (Al-Tirmizī 2010, 1102)।

আবু মূসা আশ্আরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ "অভিভাবক ছাড়া কোন বিয়ে হবে না" (Al-Tirmizī 2010, 1102)।

এসব হাদিসে অভিভাবকদের সম্মতি নেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারণ এতেই নবদম্পতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যদি কোনো কারণে তাদের সম্মতি নেওয়া না হয় তারপরও বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌদী আলেম শায়খ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ অভিভাবক ছাড়া মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে বলেছেন,

> المسألة اجتهادية ... .فإنه إذا كان أهل بلد يعتمدون المذهب الحنفي كبلادكم وبلاد الهند وباكستان وغيرها ، فيصححون النكاح بلا ولي ، ويتناكحون على هذا،فإنهم يقرّون على أنكحتهم ، ولا يطالبون بفسخها.
>
> 'এটি একটি ইজতিহাদি মাসআলা.. যেসব দেশের মানুষ হানাফী মাযহাবের উপর নির্ভর করে, যেমন তোমাদের দেশ, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি, তারা ওলী (অভিভাবক) ছাড়া বিয়েকে বৈধ মনে করে এবং এভাবে তাদের বিয়ে হয়। তারা তাদের বিয়ের স্বীকৃতি দেয় এবং সেই বিয়ে বাতিল করার দাবি জানায় না।' (Al-Munajjid 2020)

মহরানা

মহরানা বা দেন-মোহর অবশ্য দেয় হিসাবে ধার্য করার এবং তা যথারীতি আদায় করার জন্যে ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। দেনমোহর বলতে এমন অর্থ-সম্পদ বোঝায়, যা বিয়ের বন্ধনে স্ত্রীর ওপর স্বামিত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়, বিয়ের সময়ই তা ধার্য হবে এবং বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর ওপর অবশ্য কর্তব্য হবে। বিয়েতে মহরানা দেয়া ফরয। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

> ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾
>
> তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে যে যৌন-স্বাদ গ্রহণ করো, তার বিনিময়ে তাদের মহরানা ফরয মনে করেই আদায় করো (Al-Qurān, 4:24)।

মহরানা হচ্ছে বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার একটি জরুরী শর্ত। যদি কোন ক্ষেত্রে আক্দ এর সময় মহরানা ধার্য নাও করা হয় তবুও স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের সঙ্গে সঙ্গে তা ফরয হয়ে যায়। সন্তুষ্ট চিত্তে মহরানা আদায় করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে এটি নারীদের জন্যে আল্লাহপ্রদত্ত একটি অধিকার। মহান আল্লাহ বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের পাওনা দিয়ে দাও খুশির সঙ্গে (Al-Qurān, 4:4)।

জাহেলি যুগে অনেক সময় মহরানা ছাড়াই বিয়ে হয়ে যেত কিংবা মহরানা বাবদ যা পাওয়া যেত তা মেয়ের বাবা কিংবা অভিভাবকরা নিয়ে নিত। মেয়েরা তাদের

অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। ইসলাম মহরানা আদায় করা ফরয করে দিয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে এটাকে নারীদের জন্য একচেটিয়া অধিকার সাব্যস্ত করেছে। হানাফী মাযহাবমতে মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। (Al-Jaziri 2003, 4/90) এ প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ বলেন : لا مهر دون عشرة دراهم "দশ দিরহামের কম মহর হতে পারে না (Al-Bayhaqī 2003, 13761, 14387)।[১]

তবে মহরানার সর্বোচ্চ পরিমাণের সীমা নির্দিষ্ট নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا.

তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক তবুও তা থেকে কিছুই (ফেরত হিসেবে) গ্রহণ করো না (Al-Qurān, 4:20)।

আমাদের সমাজে বর্তমানে কোনো কোনো বিয়ের ক্ষেত্রে বিশাল অংকের অর্থ মহরানা হিসাবে ধার্য করা হয় এবং এর খুব কম অংশই আদায় করা হয়। বর্তমানে বেশি মহরানা ধার্য করাকে অনেকেই সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি মনে করেন। আবার কারো ধারণা থাকে বেশি মহরানা ধরলে স্বামী স্ত্রীকে সহজে তালাক দিবে না। তালাক দিলেও স্বামীর কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় করা যাবে। আবার গ্রামাঞ্চলে মহরানা অনেক ক্ষেত্রে সামর্থ্যের চেয়ে কম ধরা হয় এবং এই কম টুকুও ঠিকমত আদায় করা হয় না। যার কোনটাই মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। একশটি পরিবারের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা যায় যে, বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যেও শতকরা দশভাগ নারীকে তার সম্পূর্ণ মোহরানা পরিশোধ করা হয় না। অনেককে পাওয়া যায় যে, বিয়ের বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে; কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের মহরানা পূর্ণ পরিশোধিত হয়নি। এদের অধিকাংশই জানে না যে, মহরানা পরিশোধ করা ফরয। আবার অনেককে পাওয়া গেছে যে, মহরানা নারীর প্রাপ্য এবং পুরুষের জন্য তা আদায় করা ফরয- এই জ্ঞানটুকুও তাদের নেই। অনেকে জ্ঞান ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মোহরানা পরিশোধ করে না। কোন কোন নারী মনে করেন যে, তার স্বামী তো তার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করছেন, সুতরাং তার আবার আলাদা করে মহরানা দেয়ার দরকার নেই।

মহরানা আদায় করার নিয়্যত না থাকা সত্ত্বেও বড় পরিমাণের মহরানা ধার্য করা একটা বড় গুনাহের কাজ। মহানবী ﷺ বলেন:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مَنَ الْمَهْرِ، أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ.

১. বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল। দারাকুতনী বলেছেন, এই হাদীসের সনদে মুবাশশার ইবনে উবাইদ নামে একজন রাবী রয়েছেন, যার বর্ণিত হাদীস পরিত্যাজ্য।

যে লোক কোনো নারীকে কম বা বেশি পরিমাণের মহরানা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে বিয়ে করলো, অথচ তার মনে ওই নারীর হক (মহরানা) আদায় করার ইচ্ছা নেই, এবং তার সঙ্গে প্রতারণা করলো, সে মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে ব্যভিচারী রূপে উপস্থিত হবে। (Al-Haythamī 1994, 6654)।

বিয়ের সুন্নাত পন্থা

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ পবিত্র কাজ এবং এ কাজ প্রকাশ্য মজলিসে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহানবী ﷺ বলেন: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد "তোমরা বিবাহের প্রচার করবে, বিবাহকার্য মসজিদে সম্পন্ন করবে" (Al-Tirmizī 2010, 308)। আক্‌দ অনুষ্ঠানের সময় একটা খুত্‌বা পাঠ করা মুস্তাহাব। (Al-Nasayī 1420H, 10251) তবে খুতবা ছাড়াও বিয়ে শুদ্ধ হবে।

ওয়ালীমা বা বিবাহোত্তর ভোজ

ইসলামী শরী'আতে বিয়ের প্রচারের একটি প্রধান উপায় হলো ওয়ালীমার আয়োজন করা। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর পাত্রপক্ষ থেকে যে খাবারের আয়োজন করা হয়, তাকেই বলা হয় 'ওয়ালীমা' (বিবাহোত্তর ভোজ)। শীরবীনী রহ. বলেন, وهى طعام يصنع عند العرس يدعى اليه الناس "বিয়ে- অনুষ্ঠানের সময়কালীন আয়োজিত খানা, যার জন্যে লোকদের দাওয়াত দেয়া হয়" (Al-Shirbīnī 1994, 3/322)।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বিয়ে করলে পরে রাসূল ﷺ তাকে বলেন: بارك الله لك أولم ولو بشاة "আল্লাহ এ কাজে তোমাকে বরকত দিন। এখন তুমি একটি বকরি দিয়ে হলেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা করো" (Al-Bukhārī 2003, 1979)। এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, ওয়ালীমা হলো বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ।

আমাদের দেশে ওয়ালীমায় অনেক সময় অযাচিত খাওয়ার আয়োজন করা হয়, খাবার অপচয় করা হয়, যা মোটেই ইসলাম সম্মত নয়। আবার কখনও শুধু ধনী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের দাওয়াত দেয়া হয়, গরীবদেরকে বঞ্চিত করা হয়। যা ইসলামের দৃষ্টিতে শোভনীয় নয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ এর একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি ﷺ বলেন:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ.

যে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের উপেক্ষা করা হয় সে ওয়ালীমার খাদ্য সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য (Al-Bukhārī 2003, H-5177, Muslim 2003, H-1432)।

আমাদের নবীজী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সকল বিয়েতে ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেছেন। হযরত আনাস রা. বলেন:

اولم رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بنى زينب بنت جحش فاشبع الناس خبزا و لحما

রাসূলে করিম ﷺ নিজে যখন যয়নব বিনতে জাহাশ রা.-কে বিয়ে করে ঘর বাঁধলেন, তখন তিনি লোকদের রুটি ও গোশত খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে দিয়েছিলেন (Al-Bukhārī 2003, H-1800, Muslim, 1046)।

ওয়ালীমা বা বিয়ের অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত করার প্রতি যেমনি বলা হয়েছে, তেমনিভাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا "তোমাদের কেউ ওয়ালীমার দাওয়াতে নিমন্ত্রিত হলে সে যেন আবশ্যই তাতে যায়" (Muslim 2003, H-1429)।

তবে বিয়ের অনুষ্ঠানে ইসলাম সমর্থন করে না এরূপ কাজ করা ঠিক নয়, যেমন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়ে একত্রে মিলে মিশে নাচ, গান, খাবারের অপচয় ইত্যাদি ইসলাম সমর্থন করে না। তাতে বিয়ের পবিত্র অনুষ্ঠানের শিষ্টাচার বিনষ্ট হয়।

বিয়ের আগে সম্পর্ক

ইসলামে বিয়ের আগে গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সহাবস্থান সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ। পাশ্চাত্যের অনুসরণে প্রেম ভালবাসার নামে যুবক যুবতীরা অবাধ মেলামেশা, সহঅবস্থান, জৈবিক চাহিদা মিটানোর নেশায় আসক্ত হয়ে উঠছে। যার ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশে যেনা, ব্যভিচারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আর এই যেনা ব্যভিচার ইসলাম হারাম বা অবৈধ করেছে আর বিবাহের মাধ্যমে জৈবিক চাহিদা মিটানো বৈধ করেছে। এসম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا "আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং অসৎ পন্থা" (Al-Qurān, 17:32)।

এসব অবাধ মেলামেশার কারণে নারীরা কখনও ধর্ষিত হচ্ছে, আবার কখনও তাদের জীবন দিতে হচ্ছে। প্রেম-ভালবাসার নামে অনেক অসামাজিক অপরাধ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

বিয়েতে নিষিদ্ধ কাজসমূহ

বিয়ে একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বীদের অনুসরণ করে বর্তমানে আমাদের সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ বর্জিত অনেক কাজ বিয়ে অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে যা বিয়ের পবিত্রতা বিনষ্ট করে।

প্রথমত- বিয়ে অনুষ্ঠানে সকল প্রকার যৌতুক পরিহার করা উচিত। বর্তমান সমাজে যৌতুকের ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে, যা ইসলাম ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যৌতুকের কারণে অসংখ্য নারী নির্যাতিত হচ্ছেন, বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে অনেক। যদিও ইসলামী আইন ও রাষ্ট্রীয় আইনে যৌতুক নিষিদ্ধ। বিবাহের সময় স্ত্রীর কাছ থেকে যৌতুক নেওয়া নয় বরং স্ত্রীকে মোহর দেওয়ার জন্য ইসলাম তাকিদ প্রদান করেছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً "তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে" (Al-Qurān, 4:4)

দ্বিতীয়ত- সকল প্রকার অশ্লীল নাচ, গান, বাজনা পরিহার করা উচিত। ভিন্ন সংস্কৃতির অনুকরণে ব্যাপক হারে অশোভনীয় নাচ, গান, বাজনার প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পুরোপুরি ইসলামী আর্দশের পরিপন্থী। মহান আল্লাহ ইবলিসকে বলেন, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ "তোমার আওয়াজ দ্বারা তাদের মধ্য থেকে যাকে পার পদস্খলিত কর" (Al-Qurān, 17: 64)।

অধিকাংশ তাফসীরকারক শয়তানের আওয়াজ দ্বারা গান-বাজনাকে বুঝিয়েছেন।

তৃতীয়ত- অপচয় না করা। অপচয় করা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খানা-পিনা, আলোকসজ্জা, বিয়ের বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক অপচয় করা হয় আমাদের দেশে। অথচ এখনো এ দেশের অনেক মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

তোমরা আহার করো ও পান করো; কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না (Al- Qurān, 7:31)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾

"আর তোমাদের অর্থ-সম্পদ অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করবে না। জেনে রেখো, যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই (Al-Qurān, 17: 26-27)

চতুর্থত- আমাদের দেশে বিয়ে-শাদীতে বিভিন্ন কুসংস্কার দেখা যায়, যা কুরআন-হাদীস তথা ইসলামের বিধি-বিধান পরিপন্থী, তা পরিত্যাগ করা উচিত। অঞ্চল ভেদে এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, গ্রামে কোথাও কোথাও কেউ কেউ মনে করেন যে, শনি কিংবা মঙ্গলবার বিয়ের দিন ধার্য করা যাবে না, চৈত্র মাসে বিয়ে দেয়া ঠিক না ইত্যাদি।

পঞ্চমত- অনেক সময় দেখা যায় যে, পান-চিনি বা এঙ্গেজমেন্ট (Engagement) করে বর-কনেকে দীর্ঘ দিন অবাধে মেলামেশা করতে দেয়া হয়, এর পর তাদের মধ্যে ভাল বোঝাপড়া (Understanding) হলে তারপর তাদের আক্দ বা বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আর পরস্পর বোঝাপড়া না হলে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। যা মোটেই ইসলামসম্মত নয়।

বহুবিবাহে ইসলামের নীতি ও বাংলাদেশের আইন

ইসলাম বহুবিবাহ প্রথা উদ্ভাবন বা চালু করেনি। এটা আগে থেকেই ছিল বরং ইসলামই একমাত্র তৌহিদবাদী ধর্ম, যা বহুবিবাহকে কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করে

সীমাবদ্ধ করেছে। ইসলামে এটা কোনো অত্যাবশ্যকীয় বা নির্দেশিত কাজ নয়; শুধু বিশেষ কিছু অবস্থার প্রেক্ষিতে সুযোগ মাত্র (Al- Badawi 2009, 382)।

ইসলাম পুরুষকে একাধিক অর্থাৎ বহু নারী বিবাহের অনুমতি প্রদান করে। বিশেষ কোন কারণে যদি একজন মুসলমান পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়, তা হলে এর সর্বোচ্চ সংখ্যা চার জন হতে পারবে। এর বেশি হতে পারবেনা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিতৃহীনদের ওপর সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে (স্বাধীনা) নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন বা চার। আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে, বা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এভাবেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা বেশি। আর তোমরা নারীদের তাদের দেনমোহর খুশি মনে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশি মনে তার কিছু ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে (Al-Qurān, 4:3-4)।

ইসলামে একাধিক বিয়ের অনুমোদন দেয়ার অনেকগুলো যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। অযাচিত একের অধিক বিয়ে করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে। প্রয়োজনে সংযমী হওয়ার জন্য রোজা রেখে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ প্রদান করেছে। সকল স্ত্রীর প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করতে না পারলে ইসলাম একজন স্ত্রী গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেছে। যে সকল পরিস্থিতিতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি আছে তা হলো-

১. কোন কারণে মানব সমাজে যদি নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অধিক হয়ে যায়, যেমন উত্তর ইউরোপে বর্তমান রয়েছে। ফিনল্যান্ডের জনৈক চিকিৎসক বলেছেন, সেখানে প্রত্যেক চারটি সন্তানের মধ্যে একটি পুরুষ আর বাকী মেয়ে হয়। এরূপ অবস্থায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এক নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য হয়ে পড়ে। সেখানে একাধিক বিয়ে না করলে অনেক নারী অবিবাহিত থেকে যাবে (Abdur Rahim 2010, 226)।

২. পুরুষরা এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়, যা তাদের জীবননাশের কারণ হয়ে থাকে, কারণ তারা সাধারণত বিপজ্জনক পেশায় কাজ করে থাকে। কখনো কখনো যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াই করে। এতে নারীদের তুলনায় পুরুষরা বেশি সংখ্যায় নিহত হয়ে থাকে। এভাবে স্বামীবিহীন নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ একাধিক বিয়ে করে এর সমাধান করা যেতে পারে।

৩. পুরুষদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে, যাদের মধ্যে প্রবল শারীরিক চাহিদা বিদ্যমান, যাদের জন্য একজন স্ত্রী যথেষ্ট নয়। যদি এমন একজন ব্যক্তির জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তাকে বলা হয় যে তোমার জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অনুমোদিত নেই, তাহলে এটি তার জন্য কঠিন কষ্টের কারণ হবে এবং তার জৈবিক চাহিদা তাকে হারাম পথে পরিচালিত করবে।

৪. একজন স্ত্রী হয়তো বন্ধ্যা হতে পারে অথবা অসুস্থ হওয়ার কারণে তার সঙ্গে তার স্বামী দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। অথচ একজন স্বামীর সন্তানের আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, আর এর উত্তম উপায় হলো অন্য একজন নারীকে বিয়ে করা।

৫. একজন নারীর প্রতি মাসে ঋতুস্রাব (হায়েজ) হয়, আর যখন তিনি সন্তান প্রসব করেন তখন তার ৪০ দিন পর্যন্ত রক্তপাত (নিফাস) হয়। সে সময় একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে পারে না। কেননা হায়েজ ও নিফাসের সময় সহবাস করা হারাম এবং এটি যে ক্ষতিকারক যা আধুনিক বিজ্ঞানে প্রমাণিত। তাই ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হলে একাধিক বিবাহ করা অনুমোদিত। (Ullah 2019, 12)।

৬. যেসব সমাজে শিশু মৃত্যুর হার বেশি তাদের মাঝেও বহুবিবাহের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (Al-Badawi 2009, 382)।

ইসলামে স্ত্রীদের সঙ্গে সমব্যবহার বহুবিবাহের 'অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত'। এছাড়া দ্বিতীয় বিয়ের আশা করা অবান্তর। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে,

من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل.

"যে ব্যক্তি দুই স্ত্রীর একজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে, সে হাশরের ময়দানে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে তার শরীরের এক অংশ থাকবে ন্যুব্জ।" (Abū Dāwūd 2005, 2133; Al-Tirmizī 2010, 1141)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, সে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করার কারণে হাশরের ময়দানে 'চিহ্নিত' ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হবে। যে ব্যক্তি একাধিক বিয়ের চিন্তা করে তার এ দৃঢ়তা ও আস্থা থাকতে হবে যে, সে মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুবিচার করতে পারবে। সমব্যবহার বলতে বুঝায় সকল স্ত্রীকে এক মানের খাবার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন, সময় এবং সহানুভূতি দিতে হবে (Al-Badawi 2009, 382)।

বাংলাদেশে বহুবিবাহ সম্পর্কে আইনের বিধান

বাংলাদেশে বহুবিবাহ আইনে কোনো ব্যক্তি বর্তমান বিবাহের বিদ্যমানকালে সালিসী পরিষদের পূর্বানুমতি ছাড়া আরেকটি বিবাহের চুক্তি করবে না। এবং ঐরূপ অনুমতি ছাড়া চুক্তিকৃত কোনো বিবাহ ১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ ও রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধানে রেজিস্ট্রি হবে না।

বর্তমান বিবাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আরেকটি বিবাহের আবেদন নির্ধারিত ফি সহ চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করতে হবে এবং তাতে প্রস্তাবিত বিবাহের কারণাদি ও এই বিবাহে বর্তমান স্ত্রী ও স্ত্রীগণের সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা উল্লেখ থাকবে।

আবেদনপত্র গ্রহণের পর চেয়ারম্যান আবেদনকারী ও তার বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের প্রত্যেককে একজন করে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে বলবেন এবং উক্ত রূপে গঠিত সালিসী পরিষদ প্রস্তাবিত বিবাহে প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত মর্মে সন্তুষ্ট হলে আবেদন মঞ্জুর করতে পারবেন।

যে কোনো পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও নির্ধারিত ফি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট সহকারী জজের নিকট সালিসী পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিভিশনের জন্য আবেদন দাখিল করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে সহকারী জজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে এবং কোন আদালতেই উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

যদি কোন ব্যক্তি সালিসী পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে আরেকটি বিবাহের চুক্তি করেন তিনি-

(ক) বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের প্রাপ্য তাৎক্ষণিক প্রদেয় বা বিলম্বে প্রদেয় দেনমোহরের টাকা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করবেন। উক্ত টাকা পরিশোধ করা না হলে বকেয়া ভূমিরাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হবে।

(খ) অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে এক বছর পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে। (Rab 2009, 126-127)।

আমাদের দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে দ্বিতীয় বিবাহ কিংবা বহু বিবাহের সংখ্যা অনেক কম। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু মানুষ আছে যারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে কিন্তু স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধান করে না, স্ত্রী কিংবা সন্তানরা অনেক ক্ষেত্রে অবহেলার স্বীকার হয় যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আর আমাদের দেশে দ্বিতীয় বা বহুবিবাহের যে বিধান রয়েছে তা অত্যন্ত জটিল। একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেকেই এই আইন লংঘন করার প্রবণতা রয়েছে। তবে ইসলামী আইনে পুরুষের দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু শারীরিক, মানসিক, আর্থিক সামর্থ্য ও স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধানের ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নির্দেশ প্রদান করে থাকে।

গবেষণা ফলাফল

১. বর্তমান সময়ে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধকে কম প্রাধান্য দেয়া হয়, যা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। পরিবারে ধর্মীয় মূল্যবোধ না থাকলে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

২. বিবাহের আগে পাত্র-পাত্রী দেখার নামে পাত্র-পাত্রীর অবাধে মেলামেশা করা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। এ থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

৩. আমাদের দেশে বিবাহে মোহর প্রদানের ক্ষেত্রে পাত্রের সামর্থ্যের দিকে না তাকিয়ে সামাজিকতার জন্য কিংবা লোক দেখানোর জন্য মোহরানা ধার্য করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা যথাযথভাবে আদায় করা হয় না। অথচ ইসলাম মোহরানা যথাযথভাবে আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেছে।

৪. আমাদের দেশে বিবাহের অনুষ্ঠানে অন্য দেশের অনুকরণে নাচ, গান-বাজনা সহ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় যা ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী।

৫. বাংলাদেশের আইনে একধিক স্ত্রী বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমোদন সহ সালিসী পরিষদের অনুমোদন দরকার; কিন্তু ইসলামী বিবাহ আইনে এর প্রয়োজন নেই। তবে ইসলামী আইনে সকল স্ত্রীর মধ্যে সমবিচারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি আমরা এ কথা বলতে পারি যে, বিয়ে পারিবারিক জীবনের একটি সুন্দর সূচনা। ইসলাম বিয়ে ছাড়া পারিবারিক জীবন শুরুর বৈধতা দেয় না। বিয়ের এই পূতঃপবিত্র বন্ধনটি চিরস্থায়ী ও সুখময় করার জন্য ইসলামের বিধি-বিধান মেনে বিয়ের কাজটি সম্পন্ন করা উচিত। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে বিয়েতে ইসলামের বিধি-বিধান না মানার কারণে পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয়। যার ফলে কখনও আবার পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে তা পারিবারিক বিচ্ছেদের দিকে গড়ায়, যা কখনই কাম্য নয়। ইসলাম পারিবারিক বিচ্ছেদ বা তালাকের বৈধতা দিলেও সবচেয়ে অপছন্দনীয় বৈধ কাজ মনে করে। বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ও ইসলামের নিয়ম-নীতি না মানার কারণে সামাজিক অশান্তি দেখা দেয়। পারিবারিক জীবনে অশান্তি হলে তা গোটা সমাজকে আক্রান্ত করে, যার প্রভাব রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও পরিলক্ষিত হয়। তাই এসব অশান্তি ও বিশৃংখলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পারিবারিক জীবনের সূচনা লগ্ন থেকেই ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলা উচিত। ইসলামের নীতিমালা মেনে চললে পারিবারিক জীবন তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই শান্তি সুখী হওয়া সম্ভব।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Al-Qurān al-karīm

Abdur Rahim, Moulana Muhammad, August 2010, *Paribar O Paribaribarik Jibon (Family and Famillier Life)*, Published by Mustata Aminl Hussen of Khairun Prakashani

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Azdī al-Sijistānī, 2005. *Al-Sunan*. Beirut: Dār al-Fikr.

Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Abū ʿAbdullāh Ash-Shaybānī, Musnad. 2001. *Musnad*. Bairut: Muassasah al-Risalah.

Al- Badawi, Dr. Jamal, Transalated by Dr. Abu Khaldun Al-Mahmood and Sharmin Islam, 2009, *Islami Shikkha Series (Islamic Teachings Course)*, Bangladesh Institute of Islamic Thought, Uttara, Dhaka, Bangladesh

Alamgeer (Rh.), Badshah Abul Muzzaffar Muhammad Maheeuddin Awrongzeb, June 2001, *Fatwa-E-Alamgiree* (A Commentary on the Islamic Laws) Islamic Foundation Bangladesh, 2nd Vol. Page-19

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khosrojerdī. 2003. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū ʻAbdullah Muhammad Ibn Ismāʻīl. 2003. *Al-Jami' As-Sahīh.*Translated by: Translation Board. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Al-Dardīr, Abū al-Barakāt Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad. ND. *Al-Sharh al-Sagīr*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Haythamī, Abū al-Hasan Nūr al-Dīn 'Alī ibn Abū Bakr ibn Sulaymān. 1994. Cairo: Maktaba al-Qudsī.

Ali, Burhan Uddin Ali Ibn Abu Bakar (R.), 2000, *Dare Kutni, Hidaya*, Vol.2, Page 304

Al-Jaziri, ʻAbd al-Rahmān. 2003. Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah. Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Kāsānī Al-Hanafi, Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Masʻūd ibn Ahmad. 1986. *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Sharāi'*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Laknawī, Imām Abdul Hai Ibn Abdul Halīm. ND. *Umdat al-Riwāya ala Shar al-Wiqāya*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Marghīnānī, Abū al-Hasan Burhān al-Dīn ʻAli ibn Abu Bakr ibn ʻAbd al-Jalīl al-Farghānī. ND. *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʻArabī.

Al-Munajjid, Muhammad Sālih. 2020. في بلاده يعقد النكاح بلا ولي فهل يلزمه تجديد العقد. Accessed June 26, 2020. https://islamqa.info/ar/answers/132787

Al-Nasayī, Abū ʻAbd al-Raḥmān Aḥmad Inb Shuʻaib Ibn ʻAlī. 1420H. *Al-Sunan al-Kubrā*. Amman: Bait al-Afkār al-Dawliyah.

Al-San'anī, Abd al-Razzāq ibn Hammām ibn Nāfi'. 1403H. *Musannaf*. Bairut: Al-Maktab al-Islāmi.

Al-San'anī, Muhammad ibn Ismā'il al-Amīr. ND. *Subul al-Salām Sharh Bulūgh al-Marām*. Cairo: Dār al-Hadīth

Al-Shawkānī, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad. 1414H. *Fath al-Qadīr*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Shirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb. 1994. *Mughnī al-muḥtāj ilā Ma'rifat al-Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Tirmizī, Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī. 2010. Sunan. Bairut: Dar al-Garb al-Islamiyyah

Bondopaddai, Shoummo, Bharote Shomokamita Ar Oporad Nai (Homosexuality is not anymore crime in India), Daily Prothom Alo, September 06, 2018

Dainandin Zibane Islam (Islam in Daily Life), 2009, , Witten by some research scholars and Edited by Board of Editors, Islamic Foundation Bangladesh, Page-, 386, 396

Dash, Kirshnokumar, Bharote Porokia Oporad Noi (Extra Marrital Relationship is not crime in India), The Daily Jugantor, 28 September 2018

Ibn Abī Shaybah, Abū Bakr 'Abdullaah ibn Muhammad. 1409H. *Musannaf*. Riyadh: Maktaba al-Rushd.

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amin Ibn ʿUmar Ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Ḥanafī. 2003. *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*. Riyadh: Dār al-ʿĀlam Al-Kutub.

Ibn Mājah, Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rabʻī al-Qazwīnī Ibn Mājah. ND. *Sunan*. Cairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-ʻArabiyyah.

Islami Bishwakosh (The Encyclopaedia of Islam in Banglali), 14th Vol. Complied and Edited by the Board of Editors, Islamic Foundation Bangladesh, September, 1993, Page-102

Kamal, Abu Hena Mustofa. 2009. *Dainandin Zibane Islam (Islam in Daily Life),* Written by some research scholars and edited by Board of Editors, Islamic Foundation, Dhaka, Bangladesh.

Mahapatra, Dr. Anadi Kumar. 1998. *Bisoy Samajtatwa,* Indian Book Corners, Kolkata, Page 317

Majmau Zawaaid, Maktabah Alkudsi, Cairo, Ezypt, Vol 4, P. 237

Mālik, Ibn Anas. 1985. Al-Muwatta. Eghypt: Dār Ihyā' al-Turāth al-ʻArabī.

Mohammad Moin Uddin. 2008. *Inter-religious Marriage in Bangladesh: An Analysis ofthe Existing Legal Framework,* The Chittagong University Journal of Law, Vol. XIII, (p.117-139), "Moreover, this law is unclear, inadequate and fullof ambiguity, leaving many of the important legal questions relating to IRM unanswered."

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. ND. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʻArabī.

Muslim, Abū al-Hussain Muslim Ibn Hazzaz. 2003. Al-Musnad al-Sahīh. Beirut: Dār al-Fikr

Rab, M Abdur. 2009. *Dampatya Jiban O Er Chistachar (Consugal Life and its Etiquette)*: Pubslished by Raqeebir Rab, Maghbazar, Dhaka, Bangladesh P-126-127

Sunan Al-Daraqutni, Imam Al-Daraqutni, Editor (Muhaqqiq) : Majdi bin Mansur bin Sayyid Al-Shura, Publisher : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon

The Speial Marraiag Act. 1872. (18th July, 1872) Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=25, Retrieved on January 26, 2020

Ullah, Maolana Shakhawat, 2019, Ekadhik Bie O Islamer Bidhan (Law of Poligamy in Islam), Kaler Kantho, September 2019, Retrived on February 09, 2020, https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2019/09/22/817222